বইমেলা শুরু চাপড়ায়

কৃষ্ণনগর: শুরু হল ষোড়শ বর্ষ চাপড়া বইমেলা। ১৪ ডিসেম্বর, বুধবার থেকে বইমেলা শুরু হয়েছে। চলবে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বইমেলার উদ্বোধন করেন নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি বাণীকুমার রায়। মেলায় ৩২টি স্টল আছে। তার মধ্যে বইয়ের স্টলের সংখ্যা ২৩টি।

পৃষ্ঠা-৯

আনন্দবাজার পত্রিকা ১৫ ই ডিসেঃ ২০১৬

Office of the Dist. Information & Cultural Officer

বিশ্ব বাংলা ব্র্যান্ডে টিউবে বন্দি নলেন গুড়

অভিমন্যু মাহাত • মাজদিয়া (নদীয়া)

বিএনএ: পর পর দশটা চুল্লি। গনগনে কাঠের আগুনে প্রতিটিতেই খেজুরের রস টগবগ করে ফুটছে। দেড়- দুই ঘন্টা পর ফুটন্ত রস হয়ে উঠছে সুস্বাদু গুড়। যার পোশাকি নাম নলেন। এই নলেন গুড় হাঁড়িতে নয়, প্লাস্টিকের টিউবে ভরতি হয়ে পাড়ি দিচ্ছে কলকাতা, দিল্লি সহ ভিন রাজ্যে। অনেকটা টুথ পেস্টের মতো দেখতে নলেন গুড় ভরতি এই টিউবের এখন দারুণ চাহিদা। ইতিমধ্যে এক লক্ষ অর্ডার এসেছে মাজদিয়ায়। নলেন গুড়ের টিউব বাজারজাত হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে রাজ্য খাদি ও গ্রামোদ্যোগ দপ্তর।

হিম পড়তেই খেজুর গাছে বাঁধা পড়ে মাটির ছোট হাঁড়ি। খেজুরের টাটকা রসে ভরে ওঠে হাঁড়ি। এরপর ঘরের উঠোনে টিনের পাত্রে রস ফুটিয়ে তৈরি হয় নলেন গুড়। নদীয়ার মাজদিয়ার নলেন গুড় বিখ্যাত। একদা মাথাভাঙা চূর্নি নদী হয়ে জলপথে নলেন গুড় যেত কলকাতায়। সেখান থেকে ভিন রাজ্যে। এখন জলপথে নয়, পুরোটাই সড়ক পথে যায়।

কার্তিক মাস থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত নলেন গুড়ের মরশুম। রাজ্য খাদি ও গ্রামোদ্যোগ দপ্তর টিউবের মাধ্যমে নলেন গুড় বিক্রি শুরু করেছে। নলেন গুড়ের টিউবগুলি দেখতে অনেকটা টুথ পেস্টের টিউবের মতো। ১০০ গ্রাম নলেন গুড়ের দাম ৭০টাকা। মাজদিয়ার ভাজনঘাট গ্রামে টিউবগুলিতে নলেন গুড় ভরে তা পাঠানো হচ্ছে কলকাতায় খাদি দপ্তরে। সেখান থেকে দিল্লি হয়ে ভিন রাজ্যেও ছড়াচ্ছে।

শুধু রাজ্য খাদি ও গ্রামোদ্যোগ দপ্তর নয়, নলেন গুড় টিউব বিক্রিতে এগিয়ে এসেছে এক মিষ্টি

প্রস্তুতকারক সংস্থাও। কলকাতার একটি নামকরা মিষ্টি প্রস্তুতকারক সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে খাদি দপ্তর। ওই বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি খাদি দপ্তর পৃথকভাবেও নলেন গুড়ের টিউব বাজারজাত করবে। এববছর খাদি দপ্তর ৫০ হাজার এবং বেসরকারি মিষ্টি প্রস্তুতকারক সংস্থা ৫০ হাজার মোট এক লক্ষ টিউবের অর্ডার দিয়েছে।

মাজদিয়ার ভাজনঘাট গ্রামে নলেন গুড় টিউবে ভরার দায়িত্বভার পেয়েছেন অশোক হালদার। তিনি নদীয়া জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ। তাঁর নিজের জমিতে খেজুর গাছ রয়েছে। তাছাড়াও এলাকার ২৫-৩০ জন চাষির কাছ থেকে খেজুর রস সংগ্রহ করেন। সেই রস থেকে গুড় তৈরির জন্য গ্রামের একটি ফাঁকা জায়গাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ১০টি মাটির উনুন। তাতে সারি সারি বসানো হয়েছে টিনের কড়াই। কাঠের আগুনে রস গরম করে তৈরি হচ্ছে গুড়। এই গুড়ই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে টিউবে ভরা হচ্ছে। হিমাচল প্রদেশ থেকে প্রিন্টেড টিউব কিছু এসেছে। আরও নতুন টিউব এসে পৌঁছাবে। মাজদিয়ার এই নলেন গুড়ের বিশেষত্ব, চিনি মেশানো হয় না। ফলে স্বাদু থাকে। টিউবে ভরার দিন থেকে তিন মাস পর্যন্ত ব্যবহার যোগ্য থাকবে। ফ্রিজে রাখলে, তা আরও বেশি দিন ব্যবহার করা যাবে। অশোকবাবু বলেন, মাজদিয়ার নলেন গুড়ের একটা সুনাম আছে। কলকাতার মিষ্টি ব্যবসায়ীরা এখানকার গুড় নিতেই পছন্দ করেন। রাজ্য খাদি দপ্তরের উদ্যোগে টিউবে নলেন গুড় বিক্রি হচ্ছে। আমার এখান থেকেই ওই টিউবগুলি সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে। শুধু খাদি দপ্তর নয়, একটি বেসরকারি মিষ্টি প্রস্তুতকারক সংস্থাও নলেন গুড়ের টিউব বিক্রি করবে। খাদি ও বেসরকারি সংস্থার অর্ডার রয়েছে ১ লক্ষ টিউব।

রাজ্য খাদি ও গ্রামোদ্যোগ দপ্তরের চেয়ারম্যান গৌরীশঙ্কর দত্ত বলেন, নলেন গুড়ের টিউব আমরা বিক্রি শুরু করেছি। এটা খুব জনপ্রিয়ও হয়েছে। আমাদের দপ্তর ছাড়াও একটি বেসরকারি প্রস্তুতকারক সংস্থা এই টিউব বিক্রি করবে। বেসরকারি সংস্থার টিউবে খাদি দপ্তরের লোগো থাকবে। - *নিজস্ব চিত্র*

বর্তমান: ২৮ ই ডিসেম্বর ২০১৮

ভাগীরথী থেকে জল এনে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল

অমিতকুমার ঘোষ

কৃষ্ণনগর, ১৫ ডিসেম্বর— আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল সরবরাহ করতে কৃষ্ণনগর পুরসভা ১৪ কিলোমিটার দূরের ভাগীরথী নদী থেকে জল আনবে। কৃষ্ণনগর পুরসভার জল সরবরাহ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল সেই ব্রিটিশ আমলে। বছর দশেক আগে নতুন পাইপলাইন বসিয়ে জল সরবরাহ করা শুরু হয়। এখন এই শহরে জলের গতি অনেক বেশি হয়েছে। কৃষ্ণনগর শহরের প্রধান বাসস্ট্যান্ডের কাছেই আছে শহরের প্রধান জল সরবরাহ কেন্দ্র। এছাড়াও রয়েছে ন্যাজিরাপাড়া, মল্লিকপাড়া ও বাঘাডাঙাতে। তবে এগুলির সবগুলিতে ভূগর্ভস্থ জল তুলে তা সরবরাহ করা হয়। শুধুমাত্র ঘূর্ণির কাছে জলঙ্গি নদী থেকে কিছু জল তুলে তা প্রধান কেন্দ্রের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। ভূগর্ভস্থ জল মানেই আর্সেনিকের সম্ভাবনা বেশি। নদীয়ার বহু জায়গাতেই ভাগীরথী নদীর জল ব্যবহার করা হচ্ছে। কৃষ্ণনগর পুরসভাতেও এবার সেই কাজ শুরু হল। কৃষ্ণনগর পুরসভার চেয়ারম্যান অসীম সাহা বলেন, 'কৃষ্ণনগর থেকে স্বরূপগঞ্জ, এই ১৪ কিলোমিটার রাস্তার পাশে পাইপ বসানো হবে। স্বরূপগঞ্জ থেকে জল আসবে কৃষ্ণনগর বাসস্ট্যান্ডের কাছের প্রধান জল সরবরাহ কেন্দ্রে। তারপর তা পরিস্রুত করে সরবরাহ করা হবে।' এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ১১৪ কোটি টাকা। জানুয়ারি মাসেই কাজ শুরু হয়ে যেতে পারে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হতে তিন বছর লাগবে।

কৃষ্ণনগর পুরসভার প্রধান জল সরবরাহ কেন্দ্র। ছবি: প্রতিবেদক

পৃষ্ঠা-৩

আজকাল ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৬

Office of the Dist. Information & Cultural Officer, Nadia